368

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ MAR. 21 1999 ইং .....

শিক্ষায় জাতীয় পরিচয় অগ্রাধিকার চাই

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ ধরেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা বাঙালি তারপর আমাদের ধর্মীয় পরিচয়। আমরা চাইব যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে তারা শিক্ষা পেয়েই বড় হোক অর্থাৎ তাদের এ বোধ জাগ্রত হতে থাকুক যে, তারা প্রথমে বাঙালি পরে অন্যকিছু। কিন্তু আমার মনে হয় তা যথাযথভাবে হতে পাচ্ছে না। এরশাদের আমল থেকে 'ধর্ম' নামে একটা বিষয়, প্রাথমিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে একটা শিশু তার শিক্ষা জীবনের শুরুতেই জানতে শিখে যে, সে অন্যদের চেয়ে আলাদা একটা ধর্মীয় বোধ তাকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে সাহায্য করে। সে যে বাঙালি এবং বাঙালি হিসেবে যেসব শিক্ষার্থী এক গোত্রভুক্ত এ বোধ সেখানে জন্মাতে সাহায্য করে না। এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়। আমাদের শিক্ষানীতি এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিক স্তর থেকেই একজন শিক্ষার্থী নিজকে বাঙালি হিসেবে ভাবতে শিখে।

এরশাদ সাহেব সস্তা বাহবা কুড়াবার বাসনায়, ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে, এসব করেছিলেন। আজকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় আসীন। তাকে এ কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে কেন। তাছাড়া মাদ্রাসা ইত্যাদি যেখানে ধর্মশিক্ষার জন্য রয়েছে সেখানে সাধারণ শিক্ষায় 'ধর্ম' ঢুকাবার প্রয়োজন দেখি না। আমরাও শিক্ষা জীবন শেষ করেছি। আমাদের সময় তো প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত কোন স্তরেই 'ধর্ম' বলে কোন বিষয় ছিল না। তাই বলে কি ধর্মবোধ, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আমাদের কম, না ধর্ম বিষয়ে আমরা কম জানি। তাই আমার মনে হয়, 'ধর্ম' বিষয়টি মাদ্রাসা ইত্যাদির জন্য রেখে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর মাদ্রাসা ইত্যাদির কথাই যখন উঠল তখন একটা কথা বলতে চাই-সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত, মাদ্রাসা ইত্যাদি কি তৈরি করছে ধার্মিক না, ধর্মান্ধ।

শামীম আরা ইসলাম
পশ্চিম শেওড়াপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
(সাবেক শিক্ষক, ক্রিসেন্ট কিন্ডার গার্টেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)